গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১৮-১৫৩ তারিখঃ ২৭.০২.২০২০

বিষয়ঃ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ

যেহেতু, জনাব মোহাঃ শফিকুর রহমান, ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, পিরোজপুর গত ৩১.০৭.২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং আপনি নিজেই ই-মেইল মারফত স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষাছুটি মঞ্জুরের পূর্বেই দেশত্যাগ করেছেন বিধায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২৯.১১.২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১৮-৪৪০ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী হিসেবে গত ৩১.০৭.২০১৮ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) উপ-বিধি অনুযায়ী কর্মস্থল ত্যাগের অপরাধ করেছেন।

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানি চাননি, এজন্য আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার নিকট হতে কোন সাড়া পাননি এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক সরকারি "চাকরি হতে বরখাস্ত" করা হবে না, তার কারণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি) মোতাবেক নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ ৫২(দুই) পাতা।

২৭.২.২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

জনাব মোহাঃ শফিকুর রহমান
ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক
ঔষধ প্রশাসন, পিরোজপুর।
Email: shafikur@gmail.com

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১৮-১৫৩/১(৮) তারিখঃ ২৭.০২.২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (প্রশাসন), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃঙ্খলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল]
৬। ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, পিরোজপুর।
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮। অফিস কপি।

২৭.২.২০২০
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৪.২০২০-১৫৪

তারিখঃ ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৭.০২.২০২০

বিষয়ঃ ডাঃ সঞ্জয় কুমার দাস (১০০৮৮৫৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, পেডিয়াট্রিক্স, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ...১৮../২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ সঞ্জয় কুমার দাস (১০০৮৮৫৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, পেডিয়াট্রিক্স, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-৩ অধিশাখার ১০/০৪/২০১৯ তারিখের ১৩৮ নম্বর স্মারকের ক্রমিক নং-২ মোতাবেক সিনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), শিশু হিসেবে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, মেহেরপুরে বদলি করা হলে যোগদান না করে গত ১৮/০৪/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি সরকারি আদেশ অমান্য করেছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। একই সাথে আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

২৭.২.২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

ডাঃ সঞ্জয় কুমার দাস (১০০৮৮৫৮)
জুনিয়র কনসালটেন্ট, পেডিয়াট্রিক্স
শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২৪.২০২০-১৫৪/১ (১০) তারিখঃ ২৭.০২.২০২০

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারীর প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য)।
৩। পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৪। উপসচিব (পার-১/২/৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। ( সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম)
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৭। অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। অফিস কপি।

২৭/২/২০২০
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

## অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ সঞ্জয় কুমার দাস (১০০৮৮৫৮), জুনিয়র কনসালটেন্ট, পেডিয়াট্রিক্স, শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট, ঢাকা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পার-৩ অধিশাখার ১০/০৪/২০১৯ তারিখের ১৩৮ নম্বর স্মারকের ক্রমিক নং-২ মোতাবেক সিনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), শিশু হিসেবে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতাল, মেহেরপুরে বদলি করা হলে যোগদান না করে গত ১৮/০৪/২০১৯ হতে ৩০/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনি সরকারি আদেশ অমান্য করেছেন এবং আপনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) ধারা মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'র দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

২৭.২.২০

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৫

তারিখঃ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৬.০২.২০২০

## আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭.১০.২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৬/২/২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৫/১(৭৩)
তারিখঃ ২৬.০২.২০২০

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। উপসচিব (পার-১/২/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]।
৭। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।
৮। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০। ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
১১। অফিস কপি।

২৬/২/২০২০
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯- ১৫৬

তারিখঃ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬.০২.২০২০

## আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭.১০.২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৬/২/২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৬/১ (১৪)
তারিখঃ ২৬.০২.২০২০

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা
৪। উপসচিব (পার-১/২/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৭। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]।
৮। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।
৯। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (**মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য**)।
১১। ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা
১২। অফিস কপি।

26/2/2020
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

E:\momin\Order-2018\Realease from Charge-1.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯- ১৫৭

তারিখঃ ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
২৬.০২ ২০২০

## আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭.১০.২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৬/২/২০
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৭/১ (১৩)
তারিখঃ ২৬.০২.২০২০

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা
৩। উপসচিব (পার-১/২/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা। পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]।
৭। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সাতক্ষীরা।
৮। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১০। ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা।
১১। অফিস কপি।

২৬/২/২০২০
মোঃ আবদুছ সালীম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

E:\momin\Order-2018\Realease from Charge-1.doc